“শিব অবতরণ আর ইকোনমি-র অবতার”

আজ ত্রিমূর্তি শিববাবা নিজের অতিপ্রিয়, মিষ্টি মিষ্টি শালগ্রাম বাচ্চাদের সাথে মিলন করতে এসেছেন। আজকের দিনটি হলো শিব আর শালগ্রামের বিশেষ দিবস। তো বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়ে বাবার খুব খুশী হচ্ছে যে বাচ্চাদের বার্থ ডে বাবা পালন করতে এসেছেন আর বাচ্চারা বলছে যে আমরা বাবার বার্থ ডে পালন করতে এসেছি। বাবারও খুশী হচ্ছে, বাচ্চাদেরও খুশী হচ্ছে। কেন? কেননা এই বার্থ ডে সমগ্র কল্পের মধ্যে পৃথক এবং প্রিয়। সমগ্র কল্পে এইরকম বার্থ ডে কারোরই পালন করা হয় না। বাবার আর বাচ্চাদের একইসাথে একই সময়ে বার্থ ডে হয় - এইরকম ঘটনা (সমগ্র কল্পে) আর কোনও সময়ে কারোরই হয় না। তো প্রথমে বাপদাদা বাচ্চাদেরকে পদ্ম-পদ্ম-পদ্মগুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাচ্চাদের অভিনন্দন অমৃতবেলা থেকে অত্যন্ত হৃদয়ের সাথে, হৃদয়ের অভিনন্দন বাপদাদার কাছে পৌঁছেই গেছে। বাপদাদা এত সব বাচ্চাদেরকে, শালগ্রামদেরকে দেখে এই খুশীর গীত হৃদয়ে গাইছেন যে বাঃ হারানিধি বাচ্চারা বাঃ! বাঃ আদরের বাচ্চারা বাঃ! বাঃ অলৌকিক জন্ম, অলৌকিক বার্থ ডে পালনকারী বাঃ! তো বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার জন্য বাঃ বাঃ - এর গীত গাইছিলেন কেননা এত সংখ্যক বিশ্বের আত্মাদের মধ্যে থেকে কত অল্প সংখ্যক তোমরা বাচ্চারা এইরকম পদ্মাপদ্ম ভাগ্যবান হয়েছো আর ভবিষ্যতেও ভাগ্যবান থাকবে। অমর ভাগ্যবান অর্ধেক কল্প থাকবে। এক জন্মের বরদান নয়, অনেক জন্মের অমর বরদানী হয়ে গেছো। এইরকম বাচ্চাদের নিজেদের স্বমান কতটা স্মৃতিতে থাকে? এই অলৌকিক বার্থ ডে বা অলৌকিক জন্মের অক্ষুণ্ন উত্তরাধিকার বাবা বাচ্চাদের জন্মানোর সাথে সাথেই প্রদান করেছেন। জন্মানোর সাথে সাথেই স্মৃতির তিলক প্রত্যেক বাচ্চাকে বাবা দিয়েছেন। তিলক লাগানো আছে তাই না? ব্রাহ্মণ জীবন আছে তো তিলকও অবিনাশী আছে। ব্রাহ্মণদের ললাটে তিলক, এটা হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের লক্ষণ।

তো তোমরা সবাই আর চারিদিকের বাচ্চারা দূরে বসে থেকেও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই পৃথক এবং প্রিয় বার্থ ডে পালন করছো। পালন করছো, তাই না? সবাই এই কারণে খুশীতে আছো যে বাবা আমাদের বার্থ ডে পালন করছেন আর আমরা বাবার বার্থ ডে পালন করছি। কত খুশী হচ্ছে! খুশী পরিমাপ করতে পারো? পরিমাপ করা যায়? এই দুনিয়াতে, এই অলৌকিক খুশী পরিমাপ করার সাধন বের হয়ই নি। যদি তোমাদেরকে বলে যে সাগরের মতো খুশী আছে? তো কি বলবে? বলবে যে সাগর তো কিছুই নয়। আচ্ছা, আকাশের মতো আছে? তো আকাশের থেকেও উঁচুতে তোমাদের ঘর, তোমাদের সূক্ষ্ম বতন আছে। তাই খুশী মাপার জন্য কোনো মাপ যন্ত্র বের হয়নি, আর বের হবেও না। এতটা খুশী হচ্ছে তো এক হাতের তালি বাজাও। (সবাই তালি বাজালো) খুশী হচ্ছে - এতে তো সবাই হাত তুলেছে, অভিনন্দন। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, (বাচ্চারা বুঝে গেছে, এইজন্য হাসছে) বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদেরকে প্রস্ফুটিত আত্মিক গোলাপের রূপে দেখতে চাইছেন। অর্ধেকটা প্রস্ফুটিত নয় সদা আর সম্পূর্ণ। প্রস্ফুটিত ফুল কত মনোরম হয়। দেখলেই ভালো লাগে। আর যদি একটু শুকিয়ে যায় তখন কি করো? দূরে সরিয়ে রাখো। বাপদাদা দূরে সরিয়ে দেন না কিন্তু তারা নিজে থেকেই দূরে সরে যায়।

আজ তো হলো উৎসব পালন করার দিন! মুরলী তো সর্বদাই শুনতে থাকো। আজ অত্যন্ত খুশীতে মনে মনে নাচো আর গাও। মনে মনে নাচো, পা দিয়ে নয়। শারিরীক ভাবে নাচতে শুরু করলে তো চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কিন্তু বাপদাদা দেখছেন যে বাচ্চারা নাচছেও আর মিষ্টি মিষ্টি বাবার মহিমা আর নিজের অলৌকিক মহিমার গীতও অনেক গাইছে। তোমাদের মনের আওয়াজ বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। সমস্ত দেশ থেকে আওয়াজ আসছে। তারা বাবার আওয়াজও শুনছে আর বাবাও তাদের আওয়াজ শুনছেন। বাবাও বলছেন - হে বিশ্বের অতি স্নেহী বাচ্চারা, আরও বেশী করে নাচো, আরও বেশী করে গাও, এছাড়া আর কাজই কি আছে! ব্রাহ্মণদের কাজ কী? যোগ লাগানোই বা কি? পরিশ্রম আছে কি? যোগের অর্থই হলো আত্মার আর পরমাত্মার মিলন। তো মিলনে কি হয়? খুশীতে নাচতে থাকে। বাবার মহিমার মিষ্টি মিষ্টি গীত হৃদয় অটোমেটিক গাইতে থাকে। ব্রাহ্মণদের কাজই হলো এটা, গাইতে থাকো আর নাচতে থাকো। এটা হওয়া কি অসম্ভব? নাচ গান করা কি অসম্ভব ব্যাপার? নয়, না! যাদের মনে হচ্ছে এটা অসম্ভব, তারা হাত তোলো। এখন তো হলো নাচ গান করার সিজন, তো তোমাদেরকেও কি করতে হবে? নাচো, গাও। সহজ, তাই না! সহজ মনে হলে কাঁধ নাড়াও। অসম্ভব তো নয়, তাই না? জেনে বুঝে সহজ থেকে সরে গিয়ে জটিল করে ফেলো। জটিল নয়, খুব সহজ কেননা বাবা জানেন যে অর্ধেক কল্প জটিলতায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করে এসেছো এইজন্য এই সময় সহজ হয়ে গেছে। এমন কি

কেউ আছো, যাদের কাছে এটা জটিল মনে হচ্ছে? কখনও কখনও জটিল মনে হয়? যেরকম কেউ চলতে চলতে রাস্তা ভুল করে অন্য রাস্তাতে চলে যায় তো তখন কঠিন মনে হয় তাই না। জ্ঞান মার্গ দুরুহ নয়। ব্রাহ্মণ জীবন কঠিন নয়! ব্রাহ্মণের পরিবর্তে ক্ষত্রিয় হয়ে যাও তো ক্ষত্রিয়ের কাজই হল লড়াই করা, ঝগড়া করা... সেটা তো কঠিনই হবে তাই না! যুদ্ধ করা তো কঠিন কাজ, আনন্দে থাকা হল সহজ।

ডবল ফরেনার্স আনন্দে আছো তাই না! এক হাতের তালি বাজাও। আনন্দে আছো? সেখানে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত তো হয়ে যাবে না? দেখো, আজকের শিব জয়ন্তীর মহত্ব দুটি বিষয়ের জন্য। এক হলো আজকের দিনে ব্রত রাখে। ডবল ফরেনারদের তো পালন করতেই হয়নি। ভারতেই পালন করে তো এই দিবসের মহত্ব হলো - ব্রত রাখা আর দ্বিতীয় হলো জাগরণ করা। তো তোমরা সবাই ব্রত রেখেছো তাই না? পাক্কা ব্রত রেখেছো? নাকি কখনও কাঁচা কখনও পাকা? কাঁচা জিনিস ভালো লাগে? পরিপক্ক সবকিছুই ভালো লাগে তাই না! তো কিসের ব্রত রেখেছো? বাপদাদা সবথেকে প্রথম ব্রত কি দিয়েছিলেন? যখন স্মৃতির তিলক লাগলো তখন সর্বপ্রথম ব্রত কি রেখেছিলে? স্মরণে আছে, তাই না? সম্পূর্ণ পবিত্র ভব। বাবা বলেছেন আর বাচ্চারা ধারণ করেছে। তো পবিত্রতার ব্রত কেবল ব্রহ্মচর্যের ব্রত নয়, ব্রহ্মার সমান প্রত্যেক সংকল্প, বাণী আর কর্মে পবিত্রতা - একে বলা হবে ব্রহ্মচারী আর ব্রহ্মাচারী। প্রত্যেক বাণীতে পবিত্রতার ভাইব্রেশন সমাহিত হয়ে থাকবে। প্রত্যেক সংকল্পে পবিত্রতার মহত্ব থাকবে, প্রত্যেক কর্মে, কর্ম আর যোগ অর্থাৎ কর্মযোগীর অনুভব হবে - একে বলা যাবে ব্রহ্মাচারী। ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছো, প্রত্যেক বাক্য ছিল মহাবাক্য, সাধারণ বাক্য নয়, কেননা তোমাদের জন্ম কোনো সাধারণ জন্ম নয়, অলৌকিক জন্ম। অলৌকিকতার অর্থই হলো পবিত্রতা। তো প্রতিদিন রাতে নিজের টিচার হয়ে চেক করো আর পার্সেন্টেজ অনুসারে নিজেই নিজেকে মার্কস্ দাও। ১০০ পার্সেন্ট হতে হবে। কিন্তু প্রতিদিন নিজেই নিজেকে দেখো, অপরকে দেখবে না। বাপদাদা দেখেছেন যে - নিজেকে দেখার পরিবর্তে অন্যদেরকে দেখতে লেগে যায়, সেটা সহজ হয়। তো নিজেকে দেখো যে আজকের দিনে সংকল্প বাণী আর কর্মে কত পার্সেন্ট পবিত্রতা ছিল?

এই বছরে তোমরা চারিদিকে কোন্ সন্দেশ পৌঁছে দিয়েছো? সমস্ত ফাংশানে 'পরিবর্তন' সম্বন্ধে বলেছো। যেখানে যেখানে ভাষণ করেছো, পরিবর্তন-এর টপিকের উপরেই খুব ভালো ভালো ভাষণ করেছো। তো এই বছর চারিদিকের সেবাতে অন্যদেরকেও পরিবর্তন করার লক্ষ্য খুব ধুমধামের সাথে দিয়েছো, বাপদাদা খুশী হয়েছেন। তো তোমরা নিজেদের জন্যও এটা চেক করো যে প্রতিদিন কত পার্সেন্টেজে পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তন হোক উন্নতি কলার, অবনতি কলার নয়। বাপদাদাও প্রত্যেক বাচ্চার চার্ট দেখেন। তোমরা চিন্তা করছো যে সকল বাচ্চাদের চার্ট দেখেন নাকি বিশেষ কিছু বাচ্চার দেখেন! বাপদাদা সমস্ত বাচ্চার চার্ট কখনও কখনও দেখেন, প্রতিদিন দেখেন না কিন্তু কখনও কখনও দেখেন - লাস্টের বাচ্চাদেরও দেখেন তো ফার্স্ট এর বাচ্চাদেরও দেখেন। সবাই হাসছে, তো বাপদাদাই কি শুনিয়ে দেবেন যে চার্টে কি দেখেছেন? আজ তো আনন্দ করার দিন, এইজন্য শোনাচ্ছেন না। কিন্তু পরবর্তীকালের জন্য ইশারা দিচ্ছেন যে আজকের দিনের যে মহত্ব আছে ব্রত নেওয়া অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প নেওয়া। সত্যিকারের ভক্তরা কখনও ব্রত ভঙ্গ করে না। তো বাপদাদা পুনরায় বাচ্চাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য ইশারা দিচ্ছেন যে এখনও প্রথম ফাউন্ডেশন সংকল্প শক্তি কখনও কখনও ওয়েষ্ট বেশী আর নেগেটিভ ওয়েষ্টের থেকে একটু কম হচ্ছে। প্রত্যেক সংকল্প শক্তির উপযোগ যতটা স্ব-প্রতি বা বিশ্বের প্রতি করতে হবে ততটা আরও বৃদ্ধি করো কেননা সংকল্পের আধারে বাণী আর কর্ম হয় তো সংকল্প শক্তির পরিবর্তন করো। যেটা ওয়েষ্ট আর নেগেটিভ হয়, তাকে পরিবর্তন করে বিশ্ব কল্যাণের প্রতি কাজে লাগাও। বাপদাদা সংকল্পের খাজানাকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করেন এইজন্য এই সংকল্পের খাজানার প্রতি ইকোনমির অবতার হও। আজকের দিনকে অবতরণের দিন বলা হয় তো বাপদাদার সকল বাচ্চাদের প্রতি এই শুভ আশা আছে আজকের দিন শিব অবতরণের সাথে সাথে তোমরা সবাই ইকোনমির অবতার হও। সংকল্পের ইকেনমি করা অর্থাৎ ওয়েষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো, তাহলে অন্যান্য সকল খাজানা অটোমেটিক বেঁচে যাবে। তাহলে ৯৯ সালে কি হবে? ৯৯ চালু হয়ে গেছে। আগে চিন্তা করতে যে ৯৯ এ কি হবে? কিছু হয়েছে কি? ফেব্রুয়ারী তো এসে গেলো। যদি হয়ও কিছু, তাতে তোমাদের কি? তোমাদের কিছু ক্ষতি হবে? ভয় হচ্ছে? কি হবে, তার ভয় হচ্ছে? তোমাদের জন্য ভালোই হবে। দুনিয়ার জন্য যা কিছু হয়ে যাক, তোমাদেরকে নির্ভয় আর হাসিমুখে এই খেলা দেখতে হবে। খেলাতে রক্তও দেখায় তো ভালোবাসাও দেখায়। লড়াইও দেখায় তো ভালো জিনিসও দেখায়। তারপরও খেলা দেখতে ভয় লাগে কি? কি হবে, কি হয়েছে, কি হয়েছে? এসব চিন্তা করো কি? বসে দেখতে মজাও লাগে। তো এটাও হলো অসীম জগতের খেলা। যদি অল্প একটুও ভয় হয় বা ঘাবড়ে যাও - কি হয়ে গেলো, কি হয়ে গেলো... এইরকম তো হওয়া উচিত ছিল না, কেন হলো, এইরকম স্থিতিতে থাকা আত্মার উপর এফেক্ট পড়বে। ভালোর থেকেও ভালো স্থিতিতে থাকা আত্মা অস্থির পরিস্থিতিতে নিজেও অস্থির হয়ে পড়বে, দোলাচলে এসে যাবে। এইজন্য ৯৯ হোক বা ২০০০, তোমাদের কি? খেলা হতে দাও। মজা করে দেখো। ঘাবড়ে যেও না। হায় এ কি হয়ে গেলো!

সংকল্পেও যেন না আসে। সবাই জিজ্ঞেস করে ৯৯ তে কি হবে? কিছু হবে নাকি হবে না। বাপদাদা বলছেন তোমরাই প্রকৃতিকে সেবা দিয়েছো যে ভালো করে সাফাই করো, তাদেরকে লম্বা লম্বা ঝাড়ু দিয়েছো, সাফাই করার জন্য। তাহলে ঘাবড়াচ্ছো কেন? তোমাদের অর্ডারেই সে সাফাই করবে তো তোমরা কেন দোলাচলে আসছো? তোমরাই তো অর্ডার দিয়েছো। তো অচল অনড় হয়ে মন আর বুদ্ধিকে একদম শক্তিশালী বানিয়ে অচল অনড় স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও। প্রকৃতির খেলা দেখতে থাকো। ঘাবড়াবে না। তোমরা হলে অলৌকিক, সাধারণ নও। সাধারণ মানুষ দোলাচলে আসবে, ঘাবড়ে যাবে। অলৌকিক, মাস্টার সর্বশক্তিমান আত্মারা খেলা দেখতে দেখতে নিজের বিশ্ব কল্যাণের কাজে বিজি থাকবে। যদি মন আর বুদ্ধিকে ফ্রী রাখবে তাহলে ঘাবড়ে যাবে। মন আর বুদ্ধির দ্বারা লাইট হাউস হয়ে লাইট ছড়িয়ে দেবে, এই কাজে বিজি থাকবে তো বিজি আত্মার ভয় আসবে না, সাক্ষীভাব থাকবে; আর যেকোনও দোলাচলই আসুক, নিজের বুদ্ধিকে সদা ক্লিয়ার রাখবে, কি - কেন-তে বুদ্ধিকে বিজি বা ভরপুর করে রাখবে না, খালি রাখবে। এক বাবা আর আমি... তখন সময় অনুসারে পত্র, টেলিফোন, টি.ভি বা তোমাদের যাকিছু সাধন আছে, সেসব যদি নাও পৌঁছায় তথাপি বাপদাদার ডায়রেক্শন ক্লিয়ার ক্যাচ হবে। এই সায়েন্সের সাধনগুলিকে কখনও আধার বানাবে না। ইউজ্ করো কিন্তু সাধনের আধারে নিজের জীবন বানাবে না। কখনও কখনও সায়েন্সের সাধন হওয়া সত্ত্বেও ইউজ করতে পারবে না। এইজন্য সাইলেন্সের সাধন - যেখানে থাকবে, যেরকমই পরিস্থিতিই হোক না কেন খুব স্পষ্ট আর খুব তাড়াতাড়ি কাজে আসবে। তারজন্য তোমাদের বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার রাখবে। বুঝেছো। তোমরাই তো আহ্বান করো যে তাড়াতাড়ি গোল্ডেন এজ এসে যাক। তো গোল্ডেন এজের জন্য এই সাফাই চাই, তাই না। তো প্রকৃতি ভালোভাবে সাফাই করবে।

তো আজকের দিনে শুধু সংকল্প নয়, দৃঢ় সংকল্প কোনটা করেছো? ইকোনমির অবতার হতেই হবে। সংকল্পে, বাণীতে সাধারণ কর্মে ইকোনমি। আর দ্বিতীয় কথা হলো - সদা বুদ্ধিকে ক্লিয়ার রাখবে। যাকে অন্য ভাবে বাবা বলেন - সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী। সত্য হৃদয়, স্বচ্ছ হৃদয়। বর্তমান সময়ে সত্যতা আর স্বচ্ছতার প্রয়োজন আছে। হৃদয়েও সত্য, পরিবারেও সত্য আর বাবার কাছেও সত্য। বুঝেছো। আজকের দিনে বলার কথা ছিলো না, কিন্তু বলে দিলাম। বাপদাদা তোমাদেরকে ভালোবাসেন তাই না, তাই বাচ্চাদের অল্প একটু দুর্বলতাও বাবা দেখতে পারেন না। বাপদাদা সদা প্রত্যেক বাচ্চাকে নিজের সমান সম্পূর্ণ দেখতে চাইছেন।

চারিদিকে দোলাচল, প্রকৃতির সমস্ত তত্ব খুব দোলাচল সৃষ্টি করছে, কোনওদিক-ই দোলাচলের থেকে মুক্ত নয়, ব্যক্তিদের দ্বারা দোলাচল, প্রকৃতিরও দোলাচল, এইরকম সময়ে যখন সৃষ্টিতে চারিদিকে দোলাচল হচ্ছে তো তোমরা তখন কি করবে? সেফ্টির সাধন কি? সেকেন্ডে নিজেকে বিদেহী, অশরীরী বা আত্ম-অভিমানী বানিয়ে নাও তাহলে দোলাচলের মধ্যেও অচল থাকতে পারবে। এতে টাইম তো লাগবে না? কি হবে? এখন ট্রায়াল করো - এক সেকেন্ডে মন-বুদ্ধিকে যেখানে চাও সেখানে স্থিত করতে পারো? (ড্রিল) একে বলা হয় - "সাধনা"। আচ্ছা।

দেশ-বিদেশের চারিদিকের বাবার লভ্-এ লভলীন আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে ব্রহ্মাচারী স্থিতিতে স্থিত করা স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদেরকে, সদা একনামি আর ইকোনমি-কে কার্যে প্রয়োগকারী সাহসী বাচ্চাদেরকে, সদা দোলাচলেও অচল থাকা নির্ভয় আত্মাদেরকে, সদা মজাতে থাকা, বাবার সমীপ বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বাচ্চাদের সমস্ত কার্ড বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা দেখছিলেন, সবাই জন্মদিনের কার্ড আর ফরেনার্স ভালোবাসা দিবসের কার্ড পাঠিয়েছে, তো ভালোবাসার সাগর বাবা সমস্ত বাচ্চাদেরকে শিবরাত্রীর সাথে সাথে ভালোবাসায় লভলীন দিবসেরও অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন।

চারিদিকের দেশ, শহর, গ্রাম, চারদিকের বাচ্চাদেরকে, সবার আগে ছোট-ছোট গ্রামের বাচ্চাদেরকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর অভিনন্দন। সাথে তোমাদের সকলকেও অভিনন্দন। কত অভিনন্দন জানাবো। যতটা তোমরা ধারণ করতে পারো, তার থেকেও বেশী অভিনন্দন।

বরদানঃ- স্নেহ আর নবীনতার অথরিটি দ্বারা অন্যদেরকে সমর্পিত করানো মহান আত্মা ভব

যারা সম্পর্কে আসছে তাদেরকে এমনভাবে সম্বন্ধে নিয়ে এসো যে সম্বন্ধে আসতে-আসতে সমর্পণ বুদ্ধি হয়ে যায় আর বলে যে বাবা যা বলছেন সেটাই সত্য, একে বলা হয় সমর্পণ বুদ্ধি। তারপর তার প্রশ্ন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কেবল এটা যেন না বলে যে এদের জ্ঞান খুব ভালো। কিন্তু এটা হলো নতুন জ্ঞান যেটা নতুন দুনিয়া নিয়ে আসবে - এইরকম আওয়াজ হলে তবে কুম্ভকর্ণ জাগবে। তো নবীনত্বের মহানতার দ্বারা স্নেহ আর

অথরিটির ব্যালেন্স বজায় রেখে এমনভাবে সমর্পিত করাও, তখন বলা হবে মাইক তৈরী হয়েছে।

স্লোগানঃ- এক পরমাত্মার প্রিয় হও তাহলে সমগ্র বিশ্বের প্রিয় হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;